ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১২৯
আগরতলা, ১৬ এপ্রিল,২০২৪

লোকসভা নির্বাচন-২০২৪
সিপাহীজলা জেলায় আগামীকাল বিকেল ৫টা থেকে ২০ এপ্রিল সকাল ৬টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ১-ত্রিপুরা পশ্চিম লোকসভা ক্ষেত্রে আগামী ১৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হবে। সিপাহীজলা জেলার ১২-টাকারজলা (এসটি), ১৭-গোলাঘাটি (এসটি), ১৫-কমলাসাগর, ১৬-বিশালগড়, ১৯-চড়িলাম (এসটি), ২০-বক্সনগর, ২১-নলছড় (এসসি), ২২-সোনামুড়া এবং ২৩-ধনপুর বিধানসভা ক্ষেত্রগুলি ১-ত্রিপুরা পশ্চিম লোকসভা ক্ষেত্রের অন্তর্গত। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে জানিয়েছেন, আগামী ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ বিকাল ৫টায় মিছিল, জনসভা, মিছিলের মাধ্যমে সরব প্রচার সমাপ্ত হবে। কোন অশুভ শক্তি যেন রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য ভোটারদের মধ্যে নগদ অর্থ, উপহার, মদ প্রভৃতি বন্টন করতে না পারে এবং সমাজ বিরোধীরা যেন শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি লাঠি, লোহার রড, পাথর, বোম প্রভৃতি অস্ত্রসহ বা অস্ত্রছাড়া একজায়গায় জমায়েত হতে পারবে না। লাউড স্পিকার সহ বা লাউড স্পিকার ব্যবহার ছাড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে কোন ধরণের জমায়েত, জনসভা, মিছিল প্রভৃতি করা যাবে না। একসঙ্গে ২টি গাড়ি অথবা দু'টি মোটর বাইক চলাচলের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই আদেশ আগামীকাল বিকাল ৫:০০ টা থেকে ২০ এপ্রিল, ২০২৪ সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ১৮৮ ধারায় শাস্তিযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আদেশে বলা হয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি বাড়ি প্রচার করা যাবে। তবে- ক) প্রার্থীসহ ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি একসঙ্গে প্রচারে বেরোতে পারবেননা। নিয়ম না মানলে তা অবৈধ জমায়েত বলে গণ্য হবে। খ) কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি কোন ভোটারকে নগদ অর্থ দিতে পারবেননা বা প্রলোভন দেখাতে পারবেননা। গ) এই পরিদর্শন করতে হলে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে করতে হবে। রোগী, শিশু, মহিলা সহ নাগরিকদের শান্তি ও বিশ্রামের সময় সুনিশ্চিত করতে হবে। ঘ) এই পরিদর্শনের সময় ফ্ল্যাগ/ব্যানার, দলীয় চিহ্ন বা অন্যকোন প্রচারসামগ্রী প্রদর্শন করা যাবে না। ঙ) যারা বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করবেন তারা অবশ্যই ঐ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার হতে হবে।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন এই নিষেধাজ্ঞা দায়িত্বপূর্ণ নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত করার জন্য নয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য এবং শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এই আদেশ জারি করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবে -১) নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত নির্বাচন কর্মী, সিএপিএফ, পুলিশ, তাদের ব্যবহৃত যানবাহন, ড্রাইভার, ক্লিনার ও উপযুক্ত অনুমতিপত্র সহ সাংবাদমাধ্যমের কর্মীগণ ২) পায়ে হেঁটে বা নিজের বাহন নিয়ে ভোট দিতে আসা নির্বাচকরা বা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে ভোট দিতে দাঁড়িয়ে থাকা নির্বাচকরা।

******২য় পাতায়

৩) সচিত্র পরিচয়পত্র বহনকারী সেইসব নির্বাচক যারা নিজেদের গাড়িতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভোটকেন্দ্রের ২০০ মিটার পরিধির বাইরে পর্যন্ত আসবেন। তবে পরিবারের সদস্য ভিন্ন অন্যদের গাড়িতে করে আনা যাবে না। ৪) দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মচারি/সিএপিএফ/সশস্ত্র নিরাপত্তা কর্মী, ৫) দিনের বেলা শিক্ষাগত কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমায়েত, ৬) সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কাজে নিযুক্ত কর্মচারি, ৭) ভোট দেওয়ার জন্য ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ছাড়া স্বাভাবিক যাত্রীবাহী যান, ৮) কোন ধর্মীয় স্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কারণে হওয়া জমায়েত বা সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন, বিবাহ, জন্মদিন ইত্যাদি, তবে এসব অনুষ্ঠানে নগদ টাকা বা বস্তু জাতীয় কিছু বিলি করা যাবে না, ৯) রাজনৈতিক বা অপরাধজনিত জমায়েত ছাড়া বাজার/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন বা স্বাভাবিক কাজকর্ম, ১০) রিটার্নিং অফিসার কিংবা কোন উপযুক্ত নির্বাচন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত নির্বাচন প্রার্থীর ব্যবহৃত যানবাহন।

******